মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি গবেষণা বিভাগের অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মন্তব্য/পরামর্শ থাকলে ই-মেইল (masud.rahman@bb.org.bd, arjina.efa@bb.org.bd এবং golam.moula@bb.org.bd) এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারার প্রেক্ষাপটে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে ২০২০-২১ অর্থবছরের মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৫.০০[স/] শতাংশ যার বিপরীতে সেপ্টেম্বর'২০ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১২.৬৫ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১১.৫ শতাংশ যার বিপরীতে সেপ্টেম্বর'২০ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৯.৪৮ শতাংশ। গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি আলোচ্য অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ৫.৪০ শতাংশ এর বিপরীতে সেপ্টেম্বর'২০ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৬৯ শতাংশ। জুন'২০ শেষের তুলনায় খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি কিছুটা হ্রাস পেলেও খাদ্য-মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির সূত্রে সেপ্টেম্বর'২০ শেষে সাধারণ মূল্যস্ফীতি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও মূলতঃ রপ্তানি আয় প্রায় দ্বিগুন বৃদ্ধি এবং রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ৩৫৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা যোগান (M2)ঃ ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৩৭৩৭.৩৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩.৮২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৪২৬২.০৫ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান বৃদ্ধি পেয়েছিল যথাক্রমে ৪.৮১ শতাংশ ও ২.৬৫ শতাংশ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা যোগান এর উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে মেয়াদি আমানত ৫.২৮ শতাংশ বৃদ্ধি এবং তলবি আমানত ০.১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে জনগণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রার (Currency outside banks) পরিমাণ ১.৫২ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১০.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০২০ শেষে মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৩.৯২ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১১.৮৯ শতাংশ (চিত্র-১)।

চিত্র-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

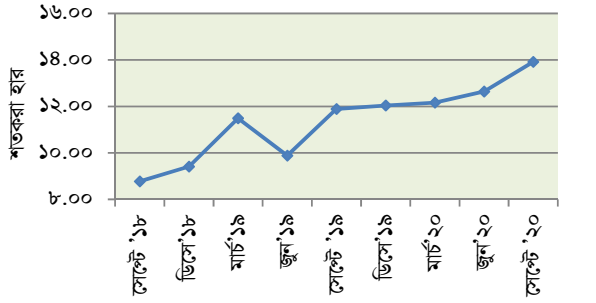

চিত্র-২ঃ বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

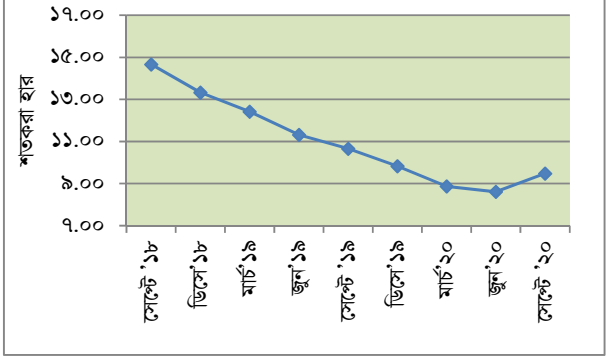

অভ্যন্তরীণ ঋণঃ ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৩০৭৬.৩৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৩২৯.৫৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধি পেয়েছিল ৬.২৭ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন ২০২০ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১২.৬৫ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১৪.৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের

ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট ঋণ[১] এর স্থিতি জুন, ২০২০ শেষের তুলনায় ৫.১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৩৫.৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর, ২০২০ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ৩৫.৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ৪৭.১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ০.৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ১.৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ২.৮৮ শতাংশ এবং ০.৬৪ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর, ২০২০ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৯.৪৮ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ছিল ১০.৬৬ শতাংশ (চিত্র-২)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ সেপ্টেম্বর ২০১৯ শেষের ৮৫.৯৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর, ২০২০ শেষে দাঁড়ায় ৮৩.৫০ শতাংশ।

নীট বৈদেশিক সম্পদঃ ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA) এর পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ১১.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩১১.৫৮ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে যথাক্রমে ৬.৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি এবং ০.৪১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর, ২০২০ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ এর পরিমাণ ২২.০৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা সেপ্টেম্বর ২০১৯ শেষে ২.২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

রিজার্ভ মুদ্রাঃ ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২৮৪৪.৮৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.৪৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৮০৪.০০ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ৪.২৪ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ০.৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর, ২০২০ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ১৩.৪৪ শতাংশ যা সেপ্টেম্বর, ২০১৯ শেষে ছিল ৮.১৮ শতাংশ (চিত্র-৩)।আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (-) ১৫.৫৮ বিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে (-) ৩৩১.৯১ বিলিয়ন টাকায় এবং নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ২৮৬০.৪১ বিলিয়ন টাকা থেকে ৯.৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১৩৬.১৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট্ ঋণের পরিমাণ ৭১.০৬ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৮৯.৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর, ২০২০ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট্ ঋণের পরিমাণ ৫৭.৮৪ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১৭৬.৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

চিত্র-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

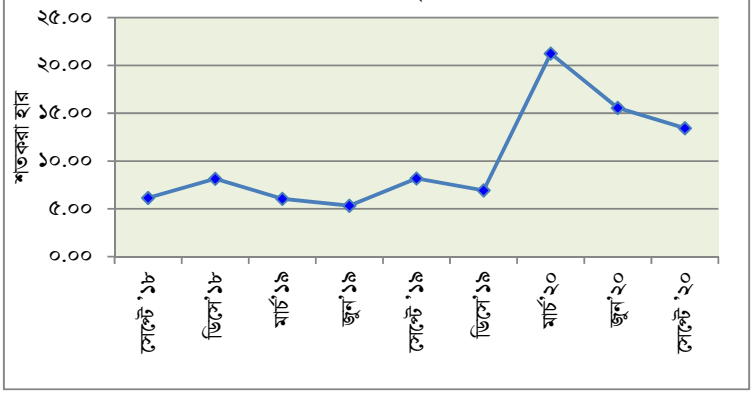

[১] accrued interest সহ

মূল্যস্ফীতি

- গড় মূল্যস্ফীতি ও পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'২০ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৬৯ শতাংশ ও ৫.৯৭ শতাংশ যা জুন'২০ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫.৬৫ শতাংশ ও ৬.০২ শতাংশ।
- গড়ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'২০ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৭১ শতাংশ ও ৫.৬৬ শতাংশ যা জুন'২০ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫.৫২ শতাংশ ও ৫.৮৫ শতাংশ।
- পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'২০ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬.৫০ শতাংশ ও ৫.১২ শতাংশ যা জুন'২০ শেষে ছিল যথাক্রমে ৬.৫৪ শতাংশ ও ৫.২২ শতাংশ।

চিত্র-৪ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা
(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬=১০০)

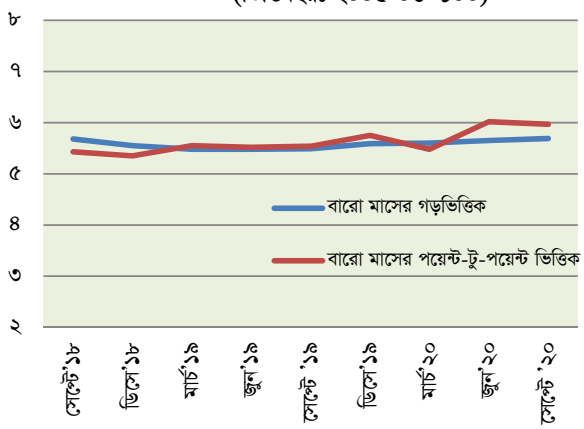

তারল্য পরিস্থিতিঃ সেপ্টেম্বর'২০ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫২৮.১৮ বিলিয়ন টাকা (চিত্র-৫)। এর মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ এর পরিমাণ ২৬১৭.১৬ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৭৪.১৮ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ৭৪৭.৭৬ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ২১.১৯ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ১৬৩.২৭ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৪.৬৩ শতাংশ) (চিত্র-৬)। উল্লেখ্য, জুন'২০ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩১৮৪.৪০ বিলিয়ন টাকা।

চিত্র-৫ঃ মোট তরল সম্পদ

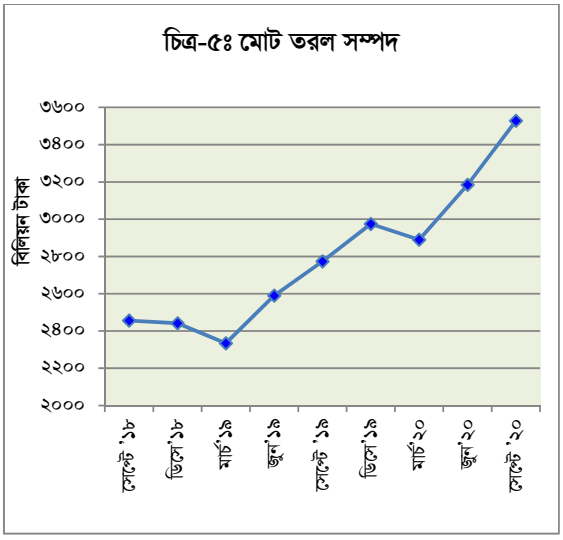

চিত্র-৬ঃ ব্যাংকসমূহের তারল্য পরিস্থিতি
(সেপ্টেম্বর ২০২০)

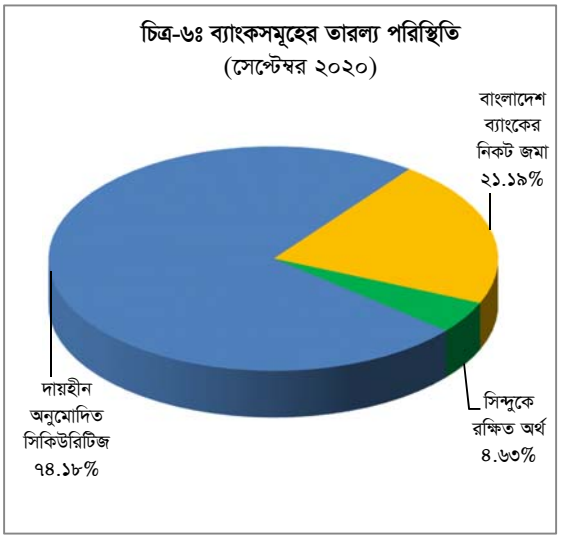

৩। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করাসহ আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনার পাশাপাশি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব হতে অর্থনীতিকে রক্ষা করার জন্য গত ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রেপো সুদহার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৫.২৫ ভাগ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৪.৭৫ ভাগে এবং রিভার্স রেপো সুদহার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫ ভাগ হতে ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৪.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

কল মানিঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ০.৩০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৫.৫০ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। যে কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক এর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ৪৯৭২.৩৩ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৪৫৮৮.৩১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩৮৪.০২ বিলিয়ন টাকা বা ৮.৩৭ শতাংশ বেশি। উল্লেখ্য, কলমানির ভারীত গড় সুদহার জুলাই'২০ শেষের ৪.২৩ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর'২০ শেষে ২.৮৭ শতাংশে দাড়িয়েছে।

রেপোঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ৩৮টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০১-০৪ দিন মেয়াদি ৭৭.০৩ বিলিয়ন টাকার ১৬৩টি, ০৭ দিন মেয়াদি ২৪৮.৫১ বিলিয়ন টাকার ৫৪৭টি, এবং ২৮ দিন মেয়াদি ৪.১৯ বিলিয়ন টাকার ০৫টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের সুদের হারের পরিসীমা ছিল ৪.৭৫ থেকে ৫.৫০ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ৪৪টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০১-০৩ দিন মেয়াদি ৩৮৫.০৪ বিলিয়ন টাকার ৫৯৩টি, ০৭ দিন মেয়াদি ৫০৩.৭১ বিলিয়ন টাকার ৮৯৭টি, ১৪ দিন মেয়াদি ৩১.৭৩ বিলিয়ন টাকার ১২টি এবং ২৮ দিন মেয়াদি ১০৮.৪৪ বিলিয়ন টাকার ৯৯টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়।

রিভার্স রেপোঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপোর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপোর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ৩৪২.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৩০.৮০ বিলিয়ন টাকার ৫৪৬টি দরপত্র গৃহীত হয় এবং অবশিষ্ট ১১.২০ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ২৭৭.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৪৩.৪৪ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ৩৩.৫৬ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট ১১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত ২২৯.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২১৯.০০ বিলিয়ন টাকার ৩৫৩টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ২৮০.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৮১.৫৬ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৪.৬১০২ শতাংশ থেকে ৮.১৩২৪ শতাংশ এবং ৫.৯০০০ শতাংশ থেকে ৯.২০০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩৪০.১৯ বিলিয়ন টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলামঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। মূলতঃ সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ চাহিদা থাকার পাশাপাশি অর্থনীতিতে মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত সীমার নীচে থাকায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ইস্যুর মাধ্যমে মুদ্রা বাজার হতে অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজন হয় নি। ফলে, মেয়াদ পূর্তির পর নতুন কোন বিল ইস্যু না হওয়ায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ শেষে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি ছিল শূন্য।

আমানত ও আগামের সুদ হারঃ সেপ্টেম্বর'২০ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৭৯ শতাংশ। জুন, ২০২০ এবং সেপ্টেম্বর, ২০১৯ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৫.০৬ শতাংশ ও ৫.৬৫ শতাংশ (চিত্র-৭)। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৭৯ শতাংশ। জুন, ২০২০ এবং সেপ্টেম্বর, ২০১৯ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৭.৯৫ শতাংশ এবং ৯.৫৬ শতাংশ (চিত্র-৭)। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আগামের সুদ হার হ্রাসের তুলনায় আমানতের সুদ হার বেশি হ্রাস পাওয়ায় এ সময়ে সুদ হার ব্যবধান (Spread) বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.০০ শতাংশ যা জুন, ২০২০ শেষে ছিল ২.৮৯ শতাংশ।

চিত্র ৭-ঃ আমানত ও আগামের সুদ হার

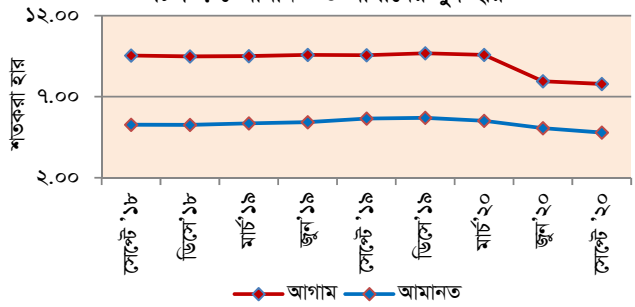

চিত্র ৮-ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

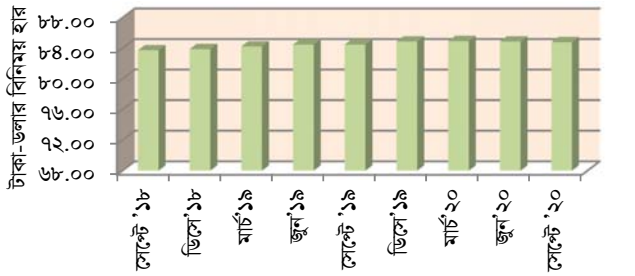

৪। বিনিময় হার পরিস্থিতিঃ

(ক) নমিনাল বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)ঃ সেপ্টেম্বর, ২০২০ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান জুন, ২০২০ শেষের ৮৪.৯০ টাকা থেকে শতকরা ০.১১ ভাগ উপচিতি হয়ে ৮৪.৮১ টাকায় দাঁড়ায় (চিত্র-৮)। সেপ্টেম্বর, ২০২০ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ০.৩৭ ভাগ অবচিতি হয়। সেপ্টেম্বর, ২০১৯ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল ৮৪.৫০ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ২৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে। তবে, এ সময়ে কোন ডলার বিক্রয় করেনি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ৩০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় এবং ৫৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে। উল্লেখ্য, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মোট ৮৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় এবং ৮৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে।

(খ) **প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার** (Real Effective Exchange Rate)ঃ সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব/তথ্য অনুযায়ী জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক জুন, ২০২০ শেষের ১১২.৯৯ থেকে ০.৯৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১১৪.১০ এ দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ০.৬৩ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ৫.৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৫। বৈদেশিক খাতঃ

রপ্তানিঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে **১১১.৮২** শতাংশ ও **২.৯৭** শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় **৯৬৯৭** মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আমদানিঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় **১৩.২৭** শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় **১১.৪৭** শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় **১১৭৩৬** মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

রেমিট্যান্সঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৫১.৫৩ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪৮.৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬৭১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP)ঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২০৩৯[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৩৮৪০[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫৩৪[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ হিসাবে ৭১৫[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি ছিল। আলোচ্য সময়ে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৪০[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৭১৭[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদঃ বাংলাদেশ ব্যাংক বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বাধ্যতামলূক পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ রাখে। বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রবাস আয় (remittances), সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ এবং অন্যান্য বৈদেশিক আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহের গতি-প্রকৃতির উপর বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ নির্ভর করে। সেপ্টেম্বর, ২০২০ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৯৩১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চিত্র-৯) যা প্রায় ৭.৯ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। জুন, ২০২০ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ ছিল ৩৬০৩৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৮.৩ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর, ২০১৯ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিমাণ ছিল ৩১৮৩২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৬.৯ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান।

চিত্র-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

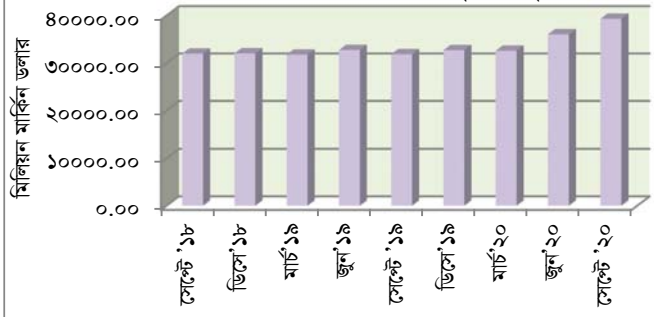

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ০২, ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪১৩৫৯.৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক পরিস্থিতি সংযোজনী-১ এ তুলে ধরা হলো।

স= সংশোধিত।
সা= সাময়িক।

অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- ব্যাংক রেট বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৫.০০ ভাগ থেকে ১০০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৪.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।
- রেপো রেট ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে ৩০ জুলাই ২০২০ তারিখ থেকে ৪.৭৫ শতাংশে এবং রিভার্স রেপো রেট ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে ৪.০০ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।
- ক্রেডিট কার্ড লিমিটের বিপরীতে ঋণ সুবিধা প্রদানসহ সুদ/মুনাফা হার যৌক্তিকীকরণ এবং গ্রাহকের স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে ক্রেডিট কার্ডের উপর সুদ/মুনাফা হার অনধিক ২০ শতাংশ নির্ধারণ এবং বিলম্বে পরিশোধিত কোন বিলের বিপরীতে শুধুমাত্র একবার বিলম্ব ফি আদায় করতে পারবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
- ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ বাংলাদেশ (NPSB) এর আওতাধীন ব্যাংকসমূহে তথ্য-প্রযুক্তি-নির্ভর আন্তঃব্যাংক সেবা ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় এবং লেনদেন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে NPSB এর মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যাংকিং ফান্ড ট্রান্সফার (IBFT) এর ব্যক্তি পর্যায়ে দৈনিক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা ৫ লক্ষ টাকা, একক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা ১ লক্ষ টাকা এবং দৈনিক লেনদেনের সর্বোচ্চ সংখ্যা ১০টি পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। একইসাথে, প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে দৈনিক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা ১০ লক্ষ টাকা, একক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা ২ লক্ষ টাকা এবং দৈনিক লেনদেনের সর্বোচ্চ সংখ্যা ২০টি পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

উপসংহার

সর্বোপরি, বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব সত্ত্বেও মুদ্রানীতির গৃহীত ব্যবস্থাদির কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি (এম২, অভ্যন্তরীণ ঋণ, রির্জাভ মানি ইত্যাদি) মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক ছিল। অপরদিকে, ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের মাত্রা প্রতিবেশী ও তুলনীয় দেশগুলোর চেয়ে বেশি থাকায় তা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মুদ্রানীতি কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক খাতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ; যেমন ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নির্দেশনা যৌক্তিকিকরণ, অনসাইট ও অফসাইট সুপারভিশন জোরদারকরণ এবং কর্পোরেট সুশাসন ও জবাবদিহিতার ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ)

কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক অবস্থা জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	সেপ্টেম্বর	জুন	মার্চ	সেপ্টেম্বর	জুন	সেপ্টেম্বর	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
	২০২০	২০২০	২০২০	২০১৯	২০১৯	২০১৮	জুন'২০ এর	মার্চ'২০ এর	জুন'১৯ এর	সেপ্টেম্বর'১৯ এর	সেপ্টেম্বর'১৮ এর
							তুলনায় সেপ্টেম্বর'২০	তুলনায় জুন'২০	তুলনায় সেপ্টেম্বর'১৯	তুলনায় সেপ্টেম্বর'২০	তুলনায় সেপ্টেম্বর'১৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩৩১১.৫৮	২৯৭৩.৩৬	২৭৯২.৪৩	২৭১২.৭৮	২৭২৪.০০	২৬৫২.৩৭	৩৩৮.২২	১৮০.৯৩	-১১.২২	৫৯৮.৮০	৬০.৪১
							(১১.৩৮)	(৬.৪৮)	-(০.৪১)	(২২.০৭)	(২.২৮)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১০৯৫০.৪৭	১০৭৬৩.৯৯	১০৩১৪.২৪	৯৮০৬.০৩	৯৪৭২.১১	৮৫৩৬.৫৮	১৮৬.৪৮	৪৪৯.৭৫	৩৩৩.৯২	১১৪৪.৪৪	১২৬৯.৪৫
							(১.৭৩)	(৪.৩৬)	(৩.৫৩)	(১১.৬৭)	(১৪.৮৭)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	**১৩৩২৯.৫৯**	**১৩০৭৬.৩৭**	**১২৩০৪.৮১**	**১১৮৩২.২৬**	**১১৪৬৮.৮৫**	**১০৩৪০.৭৩**	২৫৩.২২	৭৭১.৫৬	৩৬৩.৪১	১৪৯৭.৩৩	১৪৯১.৫৩
							(১.৯৪)	(৬.২৭)	(৩.১৭)	(১২.৬৫)	(১৪.৪২)
i) সরকারি খাত (নীট)	১৯০৪.৯৯	১৮১১.৫১	১৩৩৭.৬১	১৪০৭.৮২	১১৩২.৭৩	৯৫৬.৯৫	৯৩.৪৮	৪৭৩.৯০	২৭৫.০৯	৪৯৭.১৭	৪৫০.৮৭
							(৫.১৬)	(৩৫.৪৩)	(২৪.২৯)	(৩৫.৩১)	(৪৭.১২)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	২৯৩.৭৮	২৯২.১৫	৩০১.৪১	২৫৭.৪৭	২৩৩.৫৬	১৯৬.৩২	১.৬৩	-৯.২৬	২৩.৯১	৩৬.৩১	৬১.১৫
							(০.৫৬)	-(৩.০৭)	(১০.২৪)	(১৪.১০)	(৩১.১৫)
iii) বেসরকারি খাত	১১১৩০.৮	১০৯৭২.৭১	১০৬৬৫.৭৯	১০১৬৬.৯৭	১০১০২.৫৬	৯১৮৭.৪৬	১৫৮.১১	৩০৬.৯২	৬৪.৪১	৯৬৩.৮৫	৯৭৯.৫১
							(১.৪৪)	(২.৮৮)	(০.৬৪)	(৯.৪৮)	(১০.৬৬)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-২৩৭৯.১২	-২৩১২.৩৮	-১৯৯০.৫৭	-২০২৬.২৩	-১৯৯৬.৭৪	-১৮০৪.১৫	-৬৬.৭৪	-৩২১.৮১	-২৯.৪৯	-৩৫২.৮৯	-২২২.০৮
							(২.৮৯)	(১৬.১৭)	(১.৪৮)	(১৭.৪২)	(১২.৩১)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	**১৪২৬২.০৫**	**১৩৭৩৭.৩৫**	**১৩১০৬.৬৭**	**১২৫১৮.৮১**	**১২১৯৬.১১**	**১১১৮৮.৯৫**	৫২৪.৭০	৬৩০.৬৮	৩২২.৭০	১৭৪৩.২৪	১৩২৯.৮৬
							(৩.৮২)	(৪.৮১)	(২.৬৫)	(১৩.৯২)	(১১.৮৯)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	৩২৫৫.৪৫	৩২৮২.৬৪	২৯১১.২৯	২৭০৮.২১	২৭৩২.৯৩	২৪৪৯.৩৬	-২৭.১৯	৩৭১.৩৫	-২৪.৭২	৫৪৭.২৪	২৫৮.৮৫
							-(০.৮৩)	(১২.৭৬)	-(০.৯০)	(২০.২১)	(১০.৫৭)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	১৮৯১.৯৮	১৯২১.১৫	১৭৩৩.৪৮	১৫৭৯.০৮	১৫৪২.৮৭	১৪১০.১৯	-২৯.১৭	১৮৭.৬৭	৩৬.২১	৩১২.৯০	১৬৮.৮৯
							-(১.৫২)	(১০.৮৩)	(২.৩৫)	(১৯.৮২)	(১১.৯৮)
ii) তলবি আমানত	১৩৬৩.৪৭	১৩৬১.৪৯	১১৭৭.৮২	১১২৯.১২	১১৯০.০৬	১০৩৯.১৭	১.৯৮	১৮৩.৬৭	-৬০.৯৪	২৩৪.৩৫	৮৯.৯৫
							(০.১৫)	(১৫.৫৯)	-(৫.১২)	(২০.৭৬)	(৮.৬৬)
খ) মেয়াদি আমানত	১১০০৬.৬	১০৪৫৪.৭১	১০১৯৫.৩৭	৯৮১০.৬১	৯৪৬৩.১৮	৮৭৩৯.৫৯	৫৫১.৮৯	২৫৯.৩৪	৩৪৭.৪৩	১১৯৫.৯৯	১০৭১.০২
							(৫.২৮)	(২.৫৪)	(৩.৬৭)	(১২.১৯)	(১২.২৫)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	২৮০৪.২২	২৮৪৪.৮৩	২৭২৯.১৮	২৪৭১.৮৮	২৪৬১.৮৭	২২৮৪.৮৭	-৪০.৬১	১১৫.৬৫	১০.০১	৩৩২.৩৪	১৮৭.০১
							-(১.৪৩)	(৪.২৪)	(০.৪১)	(১৩.৪৪)	(৮.১৮)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩১৩৬.১৩	২৮৬০.৪১	২৬৩১.১৫	২৫৪৬.০৮	২৫৭১.৯৫	২৫১৭.২৯	২৭৫.৭২	২২৯.২৬	-২৫.৮৭	৫৯০.০৫	২৮.৭৯
							(৯.৬৪)	(৮.৭১)	-(১.০১)	(২৩.১৭)	(১.১৪)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-৩৩১.৯১	-১৫.৫৮	৯৮.০৩	-৭৪.২০	-১১০.০৮	-২৩২.৪২	-৩১৬.৩৩	-১১৩.৬১	৩৫.৮৮	-২৫৭.৭১	১৫৮.২২
							(২০৩০.৩৮)	-(১১৫.৮৯)	-(৩২.৫৯)	(৩৪৭.৩২)	-(৬৮.০৮)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত	১২১.৮৭	৪২১.১৭	২২২.০১	২৮৯.০৮	৩১১.৮৯	১০৪.৪৭	-২৯৯.৩০	১৯৯.১৬	-২২.৮১	-১৬৭.২১	১৮৪.৬১
সরকারি খাতে নীট ঋণ							-(৭১.০৬)	(৮৯.৭১)	-(৭.৩১)	-(৫৭.৮৪)	(১৭৬.৭১)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৩৯৩১৪.০০	৩৬০৩৭.০৩	৩২৫৭০.১৬	৩১৮৩১.৯০	৩২৭১৬.৫১	৩১৯৫৭.৭০					
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)											
৭। মোট তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)#	৩৫২৮.১৮	৩১৮৪.৪০	২৮৮৯.৮৫	২৭৭৪.৩৫	২৫৮৯.৮৮	২৪৫৫.৯৯					
দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ	২৬১৭.১৬	২২৬৩.৪৩	১৯০৮.৪৭	১৮৮৮.১৪	১৬৬৫.৮৫	১৫৯৩.৩২					
৮। টাকা-ডলার বিনিময় হার	৮৪.৮১	৮৪.৯০	৮৪.৯৫	৮৪.৫০	৮৪.৫০	৮৩.৭৫					
(মাস শেষে)											
৯। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	১১৪.১০*	১১২.৯৯	১১৩.৭১	১১১.৬৬	১০৫.৭০	১০৭.২৭					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)											
১০। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	৫.৬৯	৫.৬৫	৫.৬০	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৬৮					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)											

নোটঃ বন্ধনীভূক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

#=মোট তরল সম্পদ = দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ + বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা + সিন্দুকে রক্ষিত অর্থ; *= প্রক্ষেপিত

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।